SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

ন্যায়মত ও বেদান্তমত অনুসরণ করে শরীর ও ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত আলোচনা

মৌসুমী খাতুন

ভারতীয় ষড়দর্শনের মধ্যে ন্যায়দর্শন হল অন্যতম একটি। ন্যায়দর্শনে যে দ্বাদশ প্রমেয়ের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে দ্বিতীয় প্রমেয় হল শরীর। শরীরের লক্ষণে বলা হয়েছে, ¹“ভোগায়তনম্ অন্ত্যাবয়বি শরীরম্”^১ অর্থাৎ যা আত্মার সুখ বা দুঃখের সাক্ষাৎকাররূপে ভোগের আয়তন বা আশ্রয় এবং অন্ত্য-অবয়বী তাই হল শরীর। শরীরাবচ্ছেদে আত্মাতে সুখ কিংবা দুঃখের প্রত্যক্ষানুভবই হল ভোগ। ভোগ কেবলমাত্র শরীর দ্বারা সীমিত বা পরিমিত আত্মাতেই হয়ে থাকে। তবে, আত্মা বিভূ হওয়ায় সমস্ত মূর্তদ্রব্যের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হলেও ঘটপটাদি মূর্তদ্রব্যের দ্বারা অবচ্ছিন্ন আত্মাতে সুখ-দুঃখাদির উৎপত্তি অথবা অনুভব হয় না। কেবলমাত্র শরীরের অবয়ব হস্তপদাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন আত্মাতেই সুখ-দুঃখের অনুভব হয়ে থাকে। যেটি যে আত্মার শরীর কেবলমাত্র সেই শরীরেই সেই আত্মার ভোগ হয়। যে আত্মার যেরূপ অদৃষ্ট অনুসারে যেরূপ শরীর লাভ হয়, সেই আত্মা সেরূপ শরীরেই সুখ-দুঃখের অনুভব করে।

শরীরের লক্ষণে ব্যবহৃত ‘অবয়বী’ পদটি ব্যবহার না করে ‘অবয়ব’ ব্যবহার করা হলে প্রত্যেক মানুষের অনেক শরীর স্বীকার করতে হয়, যা অনুভব বিরুদ্ধ। এই জন্য লক্ষণে ‘অবয়বী’ ব্যবহার করা হয়েছে। হস্তপদাদি শরীরের অবয়ব, অবয়বী নয়, তাই শরীরের লক্ষণে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না।

1. কর, ন্যায়াচার্য শ্রীগঙ্গাধর, তর্কভাষা (দ্বিতীয় খণ্ড). কলকাতা : কর্মসচিব, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৫০, ১৪১৫.

SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

বেদ, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে বলা হয়েছে ঈশ্বর নিজের শরীরের দ্বারা ভূমি প্রভৃতি পদার্থকে উৎপন্ন করেছেন। উদয়নাচার্য প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ পৃথিবী প্রভৃতির পরমাণুসমূহকে ঈশ্বরের শরীররূপে স্বীকার করেছেন। কিন্তু, পরমাণুসমূহকে ঈশ্বরের শরীর বলা হলে শরীরলক্ষণটি পরমাণুশরীরে সমন্বিত হয় না, কারণ, ঈশ্বর কর্মের অধীন না হওয়ায় তাঁর ভোগ সম্ভব হয় নয়। তাই, তাঁর পরমাণুশরীর ভোগের আয়তন হতে পারে না। পরমাণুশরীর অবয়বী নয়। ফলে, শরীরের লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয়। এই দোষ বারণের জন্য গ্রন্থাকার মহর্ষি গৌতমকৃত শরীরের লক্ষণের উল্লেখ করে বলেছেন, “চেষ্টাশয়ো বা শরীরম্”¹।² ন্যায়সূত্রোক্ত লক্ষণটি হল, “চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্”³-- অর্থাৎ চেষ্টাশ্রয়ত্ব, ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব ও অর্থাশ্রয়ত্ব- এই তিনটি হল শরীরের লক্ষণ। হিতপ্রাপ্তি ও অহিত পরিহারের ইচ্ছাবশতঃ যত্নবান জীবের তার উপায়ের অনুষ্ঠানরূপ যে সমীহা তাকে বলে চেষ্টা। কোন চেতনের প্রযত্নজন্য উক্তরূপ ক্রিয়াবিশেষই চেষ্টা। এই চেষ্টা কেবলমাত্র জীবিত শরীরেই থাকে (“প্রযত্নবদ্ আত্মসংযোগাসমবায়িকারণকঃ শরীরতদবয়বসমবেতঃ ক্রিয়াবিশেষঃ চেষ্টা”)⁴। আর এই চেষ্টার আশ্রয় হল শরীর। কিন্তু কোন কোন নবনৈয়ায়িকের মতে, মৃতশরীরও শরীরলক্ষণের লক্ষ্য; কিন্তু, মৃতশরীরে চেষ্টাশ্রয়ত্ব না থাকায় শরীরলক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে। তাই বলা হয়েছে, “চেষ্টাবদ্- অন্ত্যাবয়ববিন্দ্ৰিদ্ৰব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বং

2. কর, ন্যায়াচার্য শ্রীগঙ্গাধর, *তর্কভাষা* (দ্বিতীয় খণ্ড). কলকাতা : কর্মসচিব, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৫২, ১৪১৫.

3. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ. *ন্যায় দর্শন* (প্রথম খণ্ড). কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃ. ২১১ (বাৎসায়ন ভাষ্য কারিকা ১১), ১৯৮১.

4. কর, ন্যায়াচার্য শ্রীগঙ্গাধর, *তর্কভাষা* (দ্বিতীয় খণ্ড). কলকাতা : কর্মসচিব, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৫৩, ১৪১৫.

SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

চেষ্টিশ্রয়ত্ব⁵ অর্থাৎ চেষ্টির আশ্রয় যে অন্ত্যাবয়বী তাতে বৃত্তি যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য চৈত্রত্ব, মৈত্রত্ব প্রভৃতি জাতি, সেই জাতিমত্বই চেষ্টিশ্রয়ত্ব। বাল্য, যৌবন, বার্ধক্যভেদে শরীর ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় চৈত্রত্ব প্রভৃতি ধর্ম জাতি হয়ে থাকে।

‘ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব’ বলতে যে কোন সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় নয়, ‘অবচ্ছেদকতা’ নামক স্বরূপ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়। ইন্দ্রিয়ের অবচ্ছেদক হল শরীর। শরীর থাকলে তাতে ইন্দ্রিয় থাকে এবং শরীর বিনষ্ট হলে ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হয়। তাই, শরীর ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়। লক্ষণে বলা হয়েছে, “শরীরসংযুক্ত জ্ঞানাকরণম্ অতীন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রিয়ম্”⁶-- অর্থাৎ যা শরীরে সংযুক্ত, জ্ঞানের করণ এবং অতীন্দ্রিয় তা হল ইন্দ্রিয়।

‘অর্থাশ্রয়ত্ব’ লক্ষণের অন্তর্গত ‘অর্থ’ শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, শরীর হচ্ছে সুখ, দুঃখ ও তার অনুভবের অবচ্ছেদক। অবচ্ছেদকতা সম্বন্ধে সুখ ও দুঃখরূপ অর্থের আশ্রয় শরীর হওয়ায় সুখ ও দুঃখাশ্রয়ত্ব অর্থাশ্রয়ত্ব শরীরে থাকে।

শরীর না থাকলে আত্মাতে সুখ-দুঃখ জন্মায় না এবং শরীরাবচ্ছেদেই আত্মাতে সুখ-দুঃখের মানসপ্রত্যক্ষরূপ অনুভব জন্মায়। জীবের শরীরই তার সুখ-দুঃখ এবং তার অনুভবের অবচ্ছেদক। সুতরাং, অবচ্ছেদকতা সম্বন্ধে সুখ-দুঃখরূপ অর্থের আশ্রয়ত্ব শরীরের লক্ষণ বলা যায়। ন্যায়মতে, একজাতীয় দ্রব্যেই উপাদান- উপাদেয়ভাব

5. কর, ন্যায়াচার্য শ্রীগঙ্গাধর, তর্কভাষা (দ্বিতীয় খণ্ড). কলকাতা : কর্মসচিব, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৫৩, ১৪১৫.

6. কর, ন্যায়াচার্য শ্রীগঙ্গাধর, তর্কভাষা (দ্বিতীয় খণ্ড). কলকাতা : কর্মসচিব, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৫৭, ১৪১৫.

SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

যুক্তিসঙ্গত হওয়ায় শরীর পার্থিব। নৈয়ায়িকগণ বলেন, মনুষ্যাদির শরীর একভৌতিক অর্থাৎ কেবল পৃথিবীর দ্বারা জীবশরীর গঠিত। শরীরের উপাদান বা সমবায়িকারণ কেবল পৃথিবীতই। আর অন্য চারটি নিমিত্তকারণ।

কিন্তু, শরীর সম্পর্কে নানা মতভেদ রয়েছে, কেউ বলেন শরীর পাঞ্চভৌতিক, আবার কেউ বলেন ত্রৈভৌতিক। এর ফলে নানাধরনের প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে। নৈয়ায়িকগণের সঙ্গে বৈদান্তিকগণের ইন্দ্রিয় ও শরীর বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। সেগুলি নিম্নরূপ:- বৈদান্তিকগণ বলেন, শরীর পাঞ্চভৌতিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেবে যে, কোন অবয়বের একটি গুণ থেকে যেমন অবয়বীতে গুণ জন্মায় না, তেমনি বিজাতীয় দুটি গুণ থেকেও অবয়বীতে কোন গুণই উৎপন্ন হতে পারে না। গন্ধ কেবলমাত্র পৃথিবীতে থাকে, জলাদিতে নয়। ফলে, গন্ধহীন ও গন্ধযুক্ত দ্রব্য শরীরের সমবায়িকারণ হলে শরীর হয় গন্ধযুক্ত হবে, নয়তো গন্ধহীন হবে। শরীরে গন্ধ প্রভৃতির অস্তিত্ব আছে, আবার নেই, একথা বললে তা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হবে। আবার, ভূতপঞ্চ শরীরের উপাদান হলে বায়ু-বনস্পতিসংযোগের মতো শরীরের প্রত্যক্ষ হবে না। কারণ, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভূতের সংযোগে উৎপন্ন বস্তু অপ্রত্যক্ষ হয়। যে ভূতদ্রব্যের গুণ শরীরস্থিতিকাল পর্যন্ত স্থায়ী সেই ভূতদ্রব্যই শরীরের সমবায়িকারণ (উপাদান) হয়ে থাকে। আর অন্যান্য ভূতগুলি নিমিত্তমাত্র। জীবের শরীরে স্বেদ প্রভৃতি জলের গুণ উপলব্ধি হলেও শরীরকে ত্রৈভৌতিক বলা যাবে না, কারণ, এই গুণগুলি শরীরস্থিতিকাল পর্যন্ত থাকে না। শরীরের উপাদান জল, তেজ হলে শরীর থাকাকালীনই তা বিনষ্ট হয়। ফলে, শরীরের উপাদান এই আশ্রয়দ্রব্যের নাশে শরীরেরও নাশ হবে। কেননা, উপাদান বিনষ্ট হলে উপাদেয়ও বিনষ্ট হয়। কিন্তু, তখনও শরীর দেখে 'এই সেই শরীর' এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়। তাই, জল বা তেজ নয়, পৃথিবীই শরীরের উপাদান কারণ। আবার, শরীরকে পাঞ্চভৌতিক বলা হলে শরীরের সর্বাংশে রূপ, রস প্রভৃতি রয়েছে বলতে হবে। কিন্তু, শরীরে সর্বাংশে গন্ধের উপলব্ধি হয়। পৃথিবীই শরীরের সমবায়িকারণ। গন্ধ কেবলমাত্র পৃথিবীরই বিশেষগুণ হওয়ায় তা পৃথিবীতেই থাকে। সুতরাং, পৃথিবীতই সমস্ত, শরীর পার্থিব।

SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

শরীর জীবের সুখ-দুঃখ ভোগের স্থান। ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় তার সাধন। মনই সেই ভোগের সাক্ষাৎসাধন হলেও ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় তার পরম্পরার সাধন হয়। শরীর না থাকলে আত্মাতে সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয় না এবং শরীরাবচ্ছেদেই আত্মাতে সুখ-দুঃখের মানসপ্রত্যক্ষরূপ অনুভব জন্মায়। জীবের শরীরই তার সুখ-দুঃখ ও তার অনুভবের অবচ্ছেদক। সুতরাং, অবচ্ছেদকতা সম্বন্ধে সুখ-দুঃখরূপ অর্থের আশ্রয়ত্ব শরীরে লক্ষণ। কিন্তু, বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িকগণ উভয়েই শরীর স্বরূপত কী সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার উল্লেখ করেন নি। উভয়েই কোন কিছুই আশ্রয় হিসাবেই ব্যাখ্যা করেছেন।

আবার, নৈয়ায়িকগণ বলেন, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক তা অবয়ব-অবয়বীর সম্পর্ক রয়েছে; বৈদান্তিকগণ তাদাত্ম্য সম্পর্কের কথা বলেছেন। প্রশ্ন দেখা যায় যে, যদি শরীরের অবয়বগুলি (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি) কে পৃথক করে দেওয়া হয় তাহলে শরীর বলে কিছু কি অবশিষ্ট থাকবে?

ব্রহ্ম হচ্ছে আত্মা, আর চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের শরীর। শরীর বা দেহের পরিবর্তন ও অপূর্ণতা আত্মাকে স্পর্শ করে না, তেমনি, জগতের অপূর্ণতাও ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না। কিন্তু প্রশ্ন হল যে, তাহলে কেন বলা হয় আমরা ব্রহ্মের অংশ? আর পূর্ণ কোন কিছু থেকে কি অপূর্ণ কোন কিছুই সৃষ্টি হতে পারে?

বৈদান্তিকগণ প্রত্যেকটা ভূতপদার্থকেই পঞ্চভূতের সংমিশ্রণ বলেছেন। বিশুদ্ধ ভূতের কথা বলেন নি। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ বলেন, ক্ষিতি, অপ তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতের মধ্যে সংমিশ্রণ নেই।

বৈদান্তিকগণ জীবকে অণুপরিমাণ বলেছেন। তাই, অণুপরিমাণ জীবের পক্ষে সর্বসঙ্গীন উপলব্ধি অসম্ভব। অণুপরিমাণ জীবের সকল শরীরগত বেদনার উপলব্ধি সম্ভব নয়। ত্বকের সঙ্গে অণু আত্মার সম্বন্ধবশতঃ তা হবে তাও বলা যায় না, কেননা তা হলে শরীরের একদেশে কন্টকবিদ্ধ হলেও সকল শরীরগত বেদনা সমগ্র শরীরগত হয়ে থাকে। তাঁরা বলেন, কন্টকবিদ্ধ ব্যক্তি পদতলেই দুঃখের অনুভব করে; সমগ্র শরীরে নয়। কিন্তু,

SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

বৈদান্তিকগণের এই মত যথোপযুক্ত নয়। কারণ, আমাদের শরীরের কোথাও আঘাতপ্রাপ্ত হলে তার অনুভব শুধুমাত্র সেই স্থানেই উপলব্ধ হয় না, আমাদের সমগ্র শরীরেই তার অনুভব উপলব্ধি করে থাকি।

ন্যায়মতে, মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। কিন্তু, বৈদান্তিকগণ মন ইন্দ্রিয় একথা বলেন নি। তাঁরা বলেন, মনের গ্রহণীয় বিষয় না থাকায় মনকে ইন্দ্রিয় বলা যায় না। কেননা, মন ইন্দ্রিয় হলে চক্ষুঃ কর্ণাদির ন্যায় অন্য ইন্দ্রিয়ের সহকারী হত না। তা অন্য ইন্দ্রিয়ের সহকারী, তাই মন ইন্দ্রিয় নয়। তাঁদের মতে মন সাক্ষিজ্ঞানের বিষয়। কিন্তু বৈদান্তিকগণের এই আপত্তিও যথোপযুক্ত তা বলা যায় না, কারণ, অন্য ইন্দ্রিয়ের সহকারী হলেই তা ইন্দ্রিয় হতে পারে না তা কি বলা যায়?

সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি অণুপরিমাণ মনের গুণ বলা যাবে না। কেননা, যা অণুপরিমাণ বিশিষ্ট তা অপ্রত্যক্ষের বিষয়। প্রত্যক্ষগোচর সুখ-দুঃখ প্রভৃতিকে অপ্রত্যক্ষগোচর মনের গুণ বলা যায় না। তাহলে এই আপত্তি হবে যে, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণগুলি আত্মায় বিশেষণরূপে ভাসমান এবং এর যথার্থ অনুভব আমাদের হয় বলা হয়। তাহলে এখানেও প্রশ্ন দেখা দেবে যে, অপ্রত্যক্ষগোচর আত্মার গুণ বলা যাবে না।

নৈয়ায়িকগণ বলেন, বিষয়জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় থেকে তেজরশ্মি বেরিয়ে গিয়ে বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু বেদান্তমতে, অন্তঃকরণবৃত্তি (বুদ্ধি, অহংকার ও মন) ইন্দ্রিয়ের দ্বার পথে গমন করে বিষয়াকার ধারণ করে।

নৈয়ায়িক মতে, মন অণুপরিমাণ হওয়ায় সমগ্র শরীর ব্যেপে থাকে না। অণুপরিমাণ মনের সঙ্গে যখন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ হতে পারে না। কিন্তু, বৈদান্তিকগণের মতে, মন একাধিক বিষয়ের সঙ্গে একই সময় যুক্ত হতে পারে।

SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

পরিশেষে এটাই বলা যায় যে, শরীর ও ইন্দ্রিয় সম্পর্কে নানা মত রয়েছে। দার্শনিকগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন, প্রায় সমস্ত দর্শনে শরীর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে শরীরকে কোন কিছুর অধিষ্ঠান বা আশ্রয় হিসাবে। কিন্তু, শরীর স্বরূপত কী তা নিয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

গ্রন্থপঞ্জি

1. ন্যায়াচার্য শ্রীগঙ্গাধর, কর. *তর্কভাষা* (দ্বিতীয় খণ্ড). কলকাতা: কর্মসচিব, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪১৫.
2. শ্রীমৎ পঞ্চানন, ভট্টাচার্য. *বেদান্ত-পরিভাষা*. কলকাতা: সংস্কৃত-পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৭৭.
3. ফণিভূষণ, তর্কবাগীশ. *ন্যায় দর্শন* (প্রথম খণ্ড). কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮১.
4. ফণিভূষণ, তর্কবাগীশ. *ন্যায় দর্শন* (তৃতীয় খণ্ড). কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৫.
5. ফণিভূষণ, তর্কবাগীশ. *ন্যায় দর্শন* (দ্বিতীয় খণ্ড). কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০০.
6. মহামহোপাধ্যায়, ড. শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহোদয়. *বেদান্তদর্শনম্*. কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪০২.
7. ড. কমলকৃষ্ণ, চক্রবর্তী. *বেদান্তসার*. কলকাতা: বাণী প্রকাশন, ২০০৮.